সংবাদ

তারিখ ... 19 MAR 2007 ...

শিক্ষক আর ক্লাস সঙ্কটে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

৩০ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষক মাত্র ২৭২ জন

আতাউর রহমান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম শিক্ষক আর ক্লাস রুম সঙ্কটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি অনুষদে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ২৭২ জন। এর মধ্যে প্রায় ৩০ শিক্ষক নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠদান করতে পারছেন না। ক্লাস রুম সঙ্কটের কারণে শিক্ষার্থীদের সময় মতো নির্দিষ্ট ক্লাস হচ্ছে না বলে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন।

২০০৫-০৬ শিক্ষা বর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হলেও শিক্ষক সঙ্কট, অপর্যাপ্ত ক্লাস রুম আর বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষার কারণে দীর্ঘ সময় ক্লাস বন্ধ থাকে। নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি শেষ না করেই পরবর্তী পরীক্ষা দিতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। ফলে বড় ধরনের ফল বিপর্যয়ের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম এবং ভিসি নিয়োগের দেড় বছরের বেশি সময় পার হলেও এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মানসম্পন্ন একজন শিক্ষকও নিয়োগ দিতে পারেনি বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান চরম শিক্ষক সঙ্কটের কথা স্বীকার করে 'সংবাদ'কে জানান, 'শিক্ষক সঙ্কট দূর করার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছি। এরই মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছি।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ২৭২ জন। এই শিক্ষকদের মধ্যে প্রায় ৩০ শিক্ষকের শিক্ষা জীবনে রয়েছে তৃতীয় শ্রেণী। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী তারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ক্লাস নিতে অক্ষম। তবুও শিক্ষক সঙ্কটের কারণে এখনও তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে রয়েছেন। এ ছাড়াও বছর ধরেই অনেক শিক্ষক উচ্চতর গবেষণা এবং ছুটিতে থাকার কারণে এ সঙ্কট আরও তীব্র আকার ধারণ করছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি ২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক থাকার নিয়ম ১ জন। কিন্তু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে প্রায় ১১০ জন শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে ১ জন শিক্ষক। চলতি শিক্ষাবর্ষে (২০০৬-০৭) আরও ৩ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হলে এ হিসাব দাঁড়াবে প্রতি ১২২ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্যবসায় শিক্ষা' অনুষদভুক্ত ২টি বিভাগে ছাত্র-শিক্ষকের ব্যবধান সবচেয়ে বেশি। এ অনুষদে দুটি বিভাগে (হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা) শিক্ষার্থী রয়েছে প্রায় ৭ হাজার ৬৩০ জন। আর শিক্ষক রয়েছে মাত্র ৩৭ জন। গড়ে ২০৬ জন শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে ১ জন শিক্ষক।

অন্যদিকে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ৪টি বিভাগে প্রায় পৌনে ৭ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৫১ জন। গড়ে প্রায় ১৩২ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক!

কলা অনুষদভুক্ত ৬টি বিভাগে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছেন। আর শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৭৫ জন। এ অনুষদে গড়ে প্রায় ৮৬ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন ১ জন। বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ৮টি বিভাগে ৬ হাজার ৬০৯ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন ১০৯ জন। গড়ে প্রায় ৬০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক!

শিক্ষার্থীদের তুলনায় শিক্ষক সঙ্কট আর ক্লাস রুম সঙ্কট এত বেশি যে বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হিমশিম খাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তবে ভিসি প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান বলেছেন, আগের দিবা-নৈশ বিভাগগুলো এক হওয়াতে ক্লাস রুম সঙ্কট অনেকটা কমেছে। তাছাড়া নতুন বহুতল ভবনের কাজ শেষ হলে ক্লাস রুম সমস্যা আর থাকবে না।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েক শিক্ষক 'সংবাদ'কে বলেন, শিক্ষার সুষ্ঠু কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। তা নাহলে শিক্ষার্থীদের ফল বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন এখানে ভর্তি হয়ে তারা আশাহত। অনেক সমস্যার মধ্যে শিক্ষক ও ক্লাস রুম সঙ্কটই তাদের বড় সমস্যা। অর্থনীতি বিভাগের কয়েক ছাত্র 'সংবাদ'কে জানান, 'শিক্ষক ও ক্লাস রুমের সঙ্কটের কারণে তাদের নিয়মিত ক্লাস হয় না। ফলে বাইরের টিউটরদের ওপর নির্ভর করতে হয়। এতে আমাদের শিক্ষা খরচ বেড়ে যায়।'